বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন
BANGLADESH TABLE TENNIS FEDERATION

সংশোধিত গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

[এনএসসি ১২০/১৬/জেন(৩)২২৫৪, তারিখ-৩১/৭/০৫, এনএসসি ১২০/১৬/জেন(৩)৩১৭৮, তারিখ-২৪/১০/০৫ ও এনএসসি ১২০/১৬/জেন(৩)৩০৬৩, তারিখ-২২/৮/০৭ নং স্মারকে অনুমোদিত]

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা।

গঠনতন্ত্র

ধারা-১

শিরোনাম ও পরিধি ঃ

এই সংগঠন বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন, সংক্ষেপে "বিটিটিএফ" নামে অভিহিত হইবে। সমগ্র বাংলাদেশ টেবিল টেনিস কার্যক্রম এই ফেডারেশনের আওতাধীন থাকিবে।

ধারা-২

সংজ্ঞা ঃ

২.১ বিশেষভাবে উল্লেখিত না হইলে এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত "ফেডারেশন" বলিতে "বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন" বুঝাইবে।

২.২ 'আইটিটিএফ' বলিতে 'আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন' বুঝাইবে।

২.৩ 'এটিটিইউ' বলিতে 'এশিয়ান টেবিল টেনিস ইউনিয়ন' বুঝাইবে।

২.৪ 'সাফ টিটিএফ' বলিতে 'সাউথ এশিয়ান টেবিল টেনিস ফেডারেশন' বুঝাইবে।

২.৫ 'কমনওয়েলথ টিটিএফ' বলিতে 'কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস ফেডারেশন' বুঝাইবে।

২.৬ 'গঠনতন্ত্র' বলিতে বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের এই গঠনতন্ত্র বুঝাইবে।

২.৭ 'সদস্য-সংস্থা' বলিতে বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সঙ্গে সম্বন্ধীকৃত (এফলিয়েটেড) টেবিল টেনিস সংস্থাসমূহ বুঝাইবে।

২.৮ 'সাধারণ পরিষদ' বলিতে 'বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদকে' বুঝাইবে।

২.৯ 'নির্বাহী পরিষদ' বলিতে 'বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদকে' বুঝাইবে।

২.১০ বিধি, উপ-বিধি বলিতে বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের প্রণীত অথবা অনুমোদিত টেবিল টেনিস খেলা, সংগঠন ও পরিচালনার আইন-কানুনকে বুঝাইবে।

ধারা-৩

পতাকা ও প্রতীক ঃ

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা ও প্রতীক (লোগো) থাকিবে যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

ধারা-৪

সদর দপ্তর ঃ

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

ধারা-৫

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের উদ্দেশ্য হইবে দেশের টেবিল টেনিস প্রসার, মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ টেবিল টেনিসের অবস্থান উন্নীত করণের মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি অর্জন।

ধারা-৬

ফেডারেশনের কার্য পরিধি ঃ

৬.১ টেবিল টেনিস খেলার যাবতীয় কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে প্রসার, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা।

৬.২ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক ফেডারেশন হইতে অনুমোদন গ্রহণ।

৬.৩ জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে টেবিল টেনিস খেলার অনুমোদন দান।

৬.৪ টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম তৈরী করা।

৬.৫ টেবিল টেনিসের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

৬.৬ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, টুর্ণামেন্ট, প্রদর্শনী খেলা ইত্যাদির আয়োজন।

৬.৭ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্ণামেন্ট-এ জাতীয় দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৬.৮ দরিদ্র ও খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের কল্যাণে সহায়তা করা।

৬.৯ অধিভুক্ত ক্রীড়া সংগঠন/সংস্থা সমূহকে মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান।

৬.১০ টেবিল টেনিস খেলার উপর গণসচেতনতা বৃদ্ধি সহ এ বিষয়ে বই, পুস্তিকা, স্মরণিকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন।

৬.১১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এতদ্বসংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

৬.১২ অধিভূক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃংখলার নিশ্চয়তা বিধান।

৬.১৩ বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং ইহাদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।

৬.১৪ উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হইতে পারে এমন অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন, বাংলাদেশ সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট খেলার আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশাবলী পালন।

৬.১৫ নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করিয়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.১৬ স্বল্প মূল্যে টেবিল টেনিস সরঞ্জাম সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সংস্থা/খেলোয়াড়দের সরবরাহ করা।

৬.১৭ আম্পায়ারদের দেশে/বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও সনদ প্রদান করা এবং আম্পায়ারিং সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান।

৬.১৮ প্রশিক্ষকদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও সনদপত্র প্রদান করা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান।

ধারা-৭

(এফিলিয়েটেড) সংস্থা ও সংগঠনসমূহ ঃ

৭.১.১ সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা।

৭.১.২ সকলা জেলা ক্রীড়া সংস্থা।

৭.১.৩ ঢাকা মহানগরীর সিনিয়র ডিভিশন ও প্রথম বিভাগ পুরুষ ও মহিলা ক্লাবসমূহ।

৭.১.৪ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৭.১.৫ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৭.১.৬ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৭.১.৭ বাংলাদেশ বিমান ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি পরিষদ।
৭.১.৮ বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ।
৭.১.৯ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৭.১.১০ বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৭.১.১১ বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড।
৭.১.১২ বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে)।

এফিলিয়েশন পদ্ধতি ও ফি ঃ

৭.২.১ বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী টেবিল টেনিসের প্রসার ও উন্নয়নে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মূল্যবান অবদান রক্ষাকারী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ, ক্লাব ও সংগঠন বিটিটিএফ-এর সহিত সম্বন্ধীকৃত হওয়ার আবেদন করিতে পারিবে।

৭.২.২ ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রতিটি সদস্য সংস্থাকে নির্ধারিত এফিলিয়েশন ফি সুনির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে নির্ধারিত নবায়ন ফি সুনির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধযোগ্য অন্যথায় সদস্যপদ বাতিল হইয়া যাইবে। সদস্যপদ পূনর্বহালের জন্য বকেয়া সংযুক্তি ফি-সহ নির্ধারিত পূনর্বহাল ফি পরিশোধ করণ সাপেক্ষে সদস্যপদ পূনর্বহালের আবেদন করিতে হইবে।

বার্ষিক ফি ঃ

৭.৩.১ এফিলিয়েশন ফি বার্ষিক ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা।
৭.৩.২ এফিলিয়েশন ফি সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে পরিবর্তনযোগ্য।

ধারা-৮

সাধারণ পরিষদ গঠন ঃ

৮.১.১ সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি।
৮.১.২ সকল জেলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি।
৮.১.৩ ঢাকা মহানগরী সিনিয়র ডিভিশন, প্রথম বিভাগ ও মহিলা বিভাগে অংশগ্রহণকারী ক্লাব/দলসমূহ হতে যথাক্রমে ১০ জন, ১০ জন ও ৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বের বছরে অনুষ্ঠিত লীগ পারফরমেন্সের ক্রমানুসারে।
৮.১.৪ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি।
৮.১.৫ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি।
৮.১.৬ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি।
৮.১.৭ বাংলাদেশ বিমান ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি পরিষদের একজন প্রতিনিধি।
৮.১.৮ বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদের একজন প্রতিনিধি।
৮.১.৯ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি।
৮.১.১০ বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি।
৮.১.১১ বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডের একজন প্রতিনিধি।
৮.১.১২ বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে) একজন প্রতিনিধি।

৮.১.১৩ টেবিল টেনিস খেলার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খ্যাতনামা টেবিল টেনিস সংগঠক/জাতীয় দলের প্রাক্তন খেলোয়াড়/পৃষ্ঠপোষক-এর মধ্য হতে জাতয়ি ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ৫(পাঁচ) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে সরাসরি মনোনীত হইবেন।

৮.১.১৪ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি।

৮.১.১৫ বিশ্ব এবং এশীয় ফেডারেশন সমূহের নির্বাহী কমিটিতে কোন বাংলাদেশী প্রতিনিধি থাকিলে তাহাকেও তার কার্যকালীন সময়ের জন্য সরাসরি সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন।

৮.১.১৬ সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদককে পদাধিকারবলে সরাসরি পরবর্তী সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন।

৮.১.১৭ টেবিল টেনিস খেলার জাজেস এসোসিয়েশনের ১(এক)জন প্রতিনিধি।

৮.১.১৮ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হবেন (যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে এবং অংশগ্রহণ সাপেক্ষে)।

যোগ্যতা ঃ

৮.২ জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিগত চার বৎসরের মধ্যে কমপক্ষে দুইবার অংশগ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সংস্থা সমূহ ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিবে ঃ

৮.২.১ সকল জেলা ক্রীড়া সংস্থা।

৮.২.২ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৮.২.৩ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৮.২.৪ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৮.২.৫ বাংলাদেশ বিমান ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি পরিষদ।

৮.২.৬ বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ।

৮.২.৭ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৮.২.৮ বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৮.২.৯ বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড।

৮.২.১০ বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে)।

৮.২.১১ ঢাকা মহানগরী টেবিল টেনিস লীগে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ থেকে ৮.১.৩ ধারা অনুসারে একজন করে প্রতিনিধি।

সরাসরি যোগ্যতা ঃ

৮.৩.১ প্রতিটি বিভাগের ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি।

৮.৩.২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত পাঁচজন প্রতিনিধি (বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব)।

৮.৩.৩ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি।

৮.৩.৪ বিশ্ব এবং এশীয় ফেডারেশন সমূহের নির্বাহী কমিটিতে কোন বাংলাদেশী প্রতিনিধি থাকিলে তাহাকেও তাহার কার্যকালীন সময়ের জন্য সরাসরি সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি।

৮.৩.৫ সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদককে পদাধিকারবলে সরাসরি পরবর্তী সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি।

৮.৩.৬ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠক সরাসরি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

কার্যকাল ঃ

৮.৪ বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল হইবে চার বৎসর।

সাধারণ পরিষদের কার্য পরিধি ঃ

৮.৫.১ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী বিবেচনা ও অনুমোদন দান।

৮.৫.২ সভাপতি ব্যতীত কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল পদের নির্বাচন।

৮.৫.৩ সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা ও অনুমোদন দান।

৮.৫.৪ বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালেন্স শীট পরীক্ষা ও অনুমোদন দান।

৮.৫.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত ফেডারেশনে সদস্যভূক্তি ও সদস্যপদ খারিজ এর প্রস্তাব অনুমোদন।

৮.৫.৬ ফেডারেশনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ধারা-৯

সাধারণ পরিষদ গঠন ঃ

অর্থ বৎসর শেষ হইবার ৪৫ দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

আলোচ্যসূচী ঃ

৯.২.১ পূর্ববর্তী সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

৯.২.২ পুর্ববর্তী বৎসরের সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা ও অনুমোদন।

৯.২.৩ কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত পূর্ববর্তী বছরে ফেডারেশনের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন।

৯.২.৪ সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে সাধারণ আলোচনা।

৯.২.৫ কার্যনির্বাহী কমিটির শূন্য পদে (যদি হয়) সভাপতি কর্তৃক মনোনয়নের অনুমোদন।

৯.২.৬ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান (মেয়াদপূর্তির সাধারণ সভায়)।

কোরাম ঃ

৯.৩ সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সভার কোরাম হিসাবে বিবেচিত হইবে।

তলবী সভা ঃ

৯.৪ সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত প্রস্তাবে সভাপতি তলবী সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন।

মুলতবী সভা ঃ

৯.৫ কোন সভা মূলতবী হইলে উহা আহ্বানের জন্য কোন নির্ধারিত সময়ের প্রয়োজন হইবে না। এই সভায় কোরামেরও প্রয়োজন হইবে না।

সভার নোটিশ ঃ

৯.৬ সভার জন্য নির্ধারিত দিনের অন্ততঃ ২১ দিন আগে সকল সদস্যের ঠিকানায় পত্র পাঠাইয়া এবং একই সংগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া সাধারণ সম্পাদক এই সভা আহ্বান করিবেন।

ধারা-১০

কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

১০.১ বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইবেঃ

সভাপতি	১ জন	(সরকার কর্তৃক মনোনীত)
সহ-সভাপতি	৪ জন	(নির্বাচিত)
সাধারণ সম্পাদক	১ জন	(নির্বাচিত)
যুগ্ম-সম্পাদক	২ জন	(নির্বাচিত)
কোষাধ্যক্ষ	১ জন	(নির্বাচিত)
সদস্য	১৬ জন	(নির্বাচিত)
সদস্য	২ জন	(জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)

বিশেষ শর্তাবলী ঃ

১০.২.১ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অধ্যাদেশ এর ২০ ধারা অনুযায়ী ফেডারেশনের সভাপতি সরাসরি সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সাধারণ পরিষদের সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। ইহা ছাড়াও কার্যনির্বাহী পরিষদে একজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক সরাসরি মনোনীত হইবেন।

১০.২.২ সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে জরুরী ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উহা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

১০.২.৩ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১০.২.৪ সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক এবং সদস্যবৃন্দের জ্যেষ্ঠতা তাদের ভোট প্রাপ্তির ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবে।

১০.২.৫ নির্বাচনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নব-নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে হইবে। অন্যথায় ১৬তম (ষোল) দিন হইতে এইসব নির্বাচিত কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ঃ

১০.৩ ফেডারেশনের কার্যকাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বিজ্ঞপিত হওয়ার পর কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে চার বৎসর মেয়াদী হইবে।

মনোনয়ন নিশ্চিত ঃ

১০.৪ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রণীত নির্বাচন বিধিমালা অনুসারে এবং তৎকর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে মনোনয়ন নিশ্চিত করিবে।

কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা দায়িত্ব ঃ

১০.৫.১ ষ্টান্ডিং কমিটি, কমিশন, উপ-কমিটি গঠন।

১০.৫.২ প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

১০.৫.৩ বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন।

১০.৫.৪ গঠনতন্ত্রের ধারা, উপ-ধারার ব্যাখ্যা প্রদান এবং গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত নয় এমন বিষয় সমূহের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান।

১০.৫.৫ ফেডারেশনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০.৫.৬ কমিটি, উপ-কমিটি সমূহের রিপোর্ট ও সুপারিশ বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১০.৫.৭ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কমিটির গঠন ও বিধি, উপ-বিধি প্রণয়ন ও অনুমোদন।

১০.৫.৮ কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে পরবর্তী নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০.৫.৯ কার্যনির্বাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

নির্বাহী পরিষদের সভা ও কোরাম

১০.৬.১ সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ ভাবে দশ দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন। তবে জরুরী পরিস্থিতিতে সভাপতির নির্দেশে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১০.৬.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সভার কোরাম হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ধারা-১১

কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সভাপতি ঃ

১১.১.১ ফেডারেশনের সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

১১.১.২ তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সাধারণ সভা, জরুরী সভা ও বিশেষ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভা পরিচালনার জন্য ক্ষমতাশীল হইবেন এবং কোন সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে উভয় পক্ষে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তসূচক (কাষ্টিং) ভোট প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

১১.১.৩ তিনি সভা পরিচালনাকালীন সময়ে সভার সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখিবার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১১.১.৪ সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভা, জরুরী সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানে ব্যর্থ হইলে তিনি উক্ত সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১১.১.৫ তিনি দেশের সরকারী পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন/এশিয়ান টেবিল টেনিস ইউনিয়ন এর অধিভূক্ত ফেডারেশন/এসোসিয়েশন এর সভাপতিদের সহিত যোগাযোগক্রমে বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের অবস্থান উন্নত করিবার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

১১.১.৬ তিনি ফেডারেশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য সকল সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১১.১.৭ ফেডারেশনের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

১১.১.৮ তিনি ফেডারেশনের মর্যাদা রক্ষা এবং সুষ্ঠ নীতি নির্ধারণে যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ফেডারেশনের বাৎসরিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা এবং গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন করিবেন।

১১.১.৯ তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সহায়তায় টেবিল টেনিস ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণ করিবেন।

১১.১.১০ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হইলে ঐ পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যকে শূন্য পদের দায়িত্ব পালনের ভার দিতে পারিবেন।

১১.১.১১ সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে চেকে স্বাক্ষর করিবেন।

সহ-সভাপতি ঃ

১১.২ সভাপতির অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ মনোনীত একজন সহ-সভাপতি (জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী) সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা সভাপতি কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্বও তাঁহারা পালন করিবেন।

সাধারণ সম্পাদক ঃ

১১.৩.১ সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সভা ও সাধারণ পরিষদের সকল সভার নোটিশ সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচী সহ প্রদান করিবেন।

১১.৩.২ সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১১.৩.৩ তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য সভার কার্যবিবরণীর নিবন্ধ প্রস্তুত করিবেন।

১১.৩.৪ তিনি ফেডারেশনের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১.৩.৫ তিনি ফেডারেশনের বার্ষিক কর্মপুঞ্জী প্রস্তুত ও অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদে দাখিল করিবেন।

১১.৩.৬ তিনি কোষাধ্যক্ষের সহিত যৌথভাবে ফেডারেশনের বার্ষিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করিয়া আয়-ব্যয়ের খসড়া বাজেট প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদে পেশ করিবেন।

১১.৩.৭ তিনি ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান, পরিচালিত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প সংক্রান্ত ও অন্যান্য দৈনন্দিন খরচাদি নিজে অথবা ফেডারেশন কর্তৃক মনোনীত কোন কমিটির মাধ্যমে করিতে পারিবেন।

১১.৩.৮ তিনি ফেডারেশনের জরুরী কার্যাদি সম্পাদন এবং দৈনন্দিন খরচাদির জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী অগ্রিম (ইমপ্রেষ্ট) রাখিতে পারিবেন।

১১.৩.৯ তিনি আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন এবং এশিয়ান টেবিল টেনিস ইউনিয়ন এর অধিভূক্ত ফেডারেশন/এসোসিয়েশনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস কর্মকান্ডের সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া স্থানীয় টেবিল টেনিসের মানোন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

১১.৩.১০ তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ফেডারেশন/এসোসিয়েশনের নিকট হইতে চ্যাম্পিয়নশীপ/টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণের প্রাপ্ত আমন্ত্রণ পত্রাদি যথাসময়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের বিবেচার জন্য উত্থাপন করিবেন।

১১.৩.১১ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিদেশে দল বা কোন কর্মকর্তা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তিনি এতদ্‌সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন।

১১.৩.১২ তিনি দেশে টেবিল টেনিসের সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

যুগ্ম সম্পাদক ঃ

১১.৪ সাধারণ সম্পাদককে সকল কাজে সহায়তা করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বের অংশ বিশেষ পালন করিবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠত্বের ক্রমিক অনুযায়ী যুগ্ম-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

কোষাধ্যক্ষ ঃ

১১.৫.১ কোষাধ্যক্ষ ফেডারেশনের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্বে ন্যাস্ত থাকিবেন।

১১.৫.২ তিনি আয়-ব্যয়ের হিসাবের যথাযথ সংরক্ষণ এবং আর্থিক শৃংখলা বিধান নিশ্চিত করিবেন।

১১.৫.৩ তিনি ফেডারেশনের বাৎসরিক খরচাদির হিসাব সময়মত কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদিত হিসাব প্রতিবেদন নিরীক্ষা করাইয়া অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবেন।

১১.৫.৪ তিনি ফেডারেশনের বাৎসরিক খরচাদির হিসাব নিরীক্ষা করাইবার লক্ষ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট নিরীক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করিবেন।

১১.৫.৫ ফেডারেশনের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনায় যৌথ স্বাক্ষরকারীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১.৫.৬ তিনি ফেডারেশনের সকল খরচ অনুমোদন করিবেন।

সদস্য ঃ

১১.৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করিতে হইবে এবং টেবিল টেনিসের মান উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করিবেন।

ধারা-১২

উপ-কমিটি ঃ

নির্বাহী পরিষদ ফেডারেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম, টুর্ণামেন্ট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি এবং তাহাদের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিবেন।

ধারা-১৩

নির্বাহী পরিষদের সদস্য পদ শূন্য ও বাতিল ঃ

শূন্য হওয়ার কারণ

১৩.১ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য মৃত্যুবরণ ও পদত্যাগ করিলে।

বাতিল হওয়ার কারণ

১৩.২.১ সাধারণ পরিষদের কোন সদস্য গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ করিলে কিংবা টেবিল টেনিস ফেডারেশনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কাজে জড়িত হইলে তাঁহার সদস্যপদ বাতিলের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

১৩.২.২ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য অত্র গঠনতন্ত্র ও ফেডারেশনের শৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপে সম্পৃক্ত হইলে অথবা মৃত্যু, পদত্যাগ, অপ্রকৃতস্থ ঘোষণা বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ঘোষিত হইলে, অননুমোদিতভাবে ছয় মাসের অধিক বিদেশে অবস্থান করিলে সদস্যপদ বাতিল হইয়া যাইবে। উপর্যুপরি তিনটি সভায় উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে প্রথমতঃ তাহাকে উক্ত মর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য সর্বোচ্চ ত্রিশ দিন সময় দিয়া নোটিশ দেওয়া হইবে। এই সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ও সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ

১৩.৩ কার্যনির্বাহী কমিটি টেবিল টেনিসের সাথে জড়িত সংস্থা, সংগঠন, কর্মকর্তা, সংগঠক, খেলোয়াড়, রেফারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গের কারণে কিংবা প্রচলিত বিধি উপ-বিধি সংরক্ষণের কারণে আর্থিক দায়-দায়িত্বসহ যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

শূন্যপদ পূরণ ঃ

১৩.৪.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ব্যতিরেকে অন্য যে কোন পদ পদত্যাগ, অপসারণ, পদধারীর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি অথবা মৃত্যুজনিত কারণে শূন্য হইলে ফেডারেশনের সভাপতি সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা করিবেন। এই নির্বাচন পদ শূন্য হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৩.৪.২ কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ অর্থাৎ চার বৎসর পূর্তির পরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে সেই ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সভাপতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে একটি এড্হক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। এই কমিটি সর্বোচ্চ তিনমাস সময়ের জন্য হইবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিবে এবং উক্ত সময়ের সার্বক্ষণিক কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

ধারা-১৪

হিসাব এবং নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

১৪.১ ফেডারেশন অর্থ বৎসর শেষ হইয়া যাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবে। এই হিসাব ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া যাওয়ার পরে নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৪.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হিসাব এবং হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৪.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা ফেডারেশনের হিসাব নিরীক্ষা কার্য পরিচালিত হইবে।

ধারা-১৫

তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালনা ঃ

ফেডারেশনের সকল তহবিল সদর দপ্তরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে রাখিতে হইবে। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যুগ্ম-ভাবে উক্ত হিসাব পরিচালনা করিবেন। যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সভাপতি প্রয়োজনে চেক স্বাক্ষর

ধারা-১৬

অর্থ বৎসর ঃ

প্রত্যেক বৎসরের ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কে অর্থ বৎসর ধরা হইবে।

ধারা-১৭

খেলোয়াড়/সংগঠকদের কল্যাণ তহবিল ঃ

দুঃস্থ/নিঃস্ব টেবিল টেনিস খেলোয়াড়/সংগঠকদের সাহায্যার্থে ফেডারেশন প্রদর্শনী খেলার আয়োজন ও পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে আইনানুগ পন্থায় খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

ধারা-১৮

নির্বাচন পরিচালনা ঃ

১৮.১ ফেডারেশনের নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

১৮.২ নির্বাচন কমিশন বিধিমালা প্রণয়ন, সিডিউল প্রদান, কাউন্সিলার চূড়ান্তকরণসহ যাবতীয় কার্যাদি পালনপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

১৮.৩ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র অনুচ্ছেদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাহাই বর্ণনা করা থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বানপূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

ধারা-১৯

গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

১৯.১ বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন এই গঠনতন্ত্র এবং ইহার যে কোন ধারা বা উপ-ধারা কার্যনির্বাহী পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে সংশোধন/বাতিল করা যাইবে। গঠনতন্ত্রে কোন নতুন ধারা/উপ-ধারা সংযোজনের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

১৯.২ এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সংশোধনে আগ্রহী সদস্য সাধারণ সভার অন্ততঃ ৪৫ দিন পূর্বে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। সাধারণ পরিষদে উত্থাপনের পূর্বে এই সংশোধনী কার্যনির্বাহী পরিষদে বিবেচিত হইবে।

১৯.৩ প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কার্যনির্বাহী পরিষদের এতদ্‌সংক্রান্ত সুপারিশ সকল সদস্যদের মধ্যে লিখিতভাবে বিতরণ করিতে হইবে। সাধারণ সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে।

ধারা-২০

গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

এই গঠনতন্ত্রের লিপিবদ্ধ হয় নাই অথবা এই গঠনতন্ত্রের উপ-ধারা সম্পর্কে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে।

ধারা-২১

আরবিট্রেশন ঃ

ফেডারেশনের সকল অধিভুক্ত সংস্থা/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সংগঠন কোন বিতর্কিত বিষয় আদালতের স্মরণাপন্ন না হইয়া উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার ভিত্তিতে অথবা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করিবে। মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

ধারা-২২

আপিল কর্তৃপক্ষ ঃ

২২.১ ফেডারেশন কর্তৃক আরোপিত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে (ব্যক্তিগত বা দলগত) সাধারণ পরিষদে লিখিতভাবে আপীল করা যাইবে এবং আপীল পর্যালোচনাক্রমে প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২২.২ এই আপীল দন্ডাদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে না করা হইলে ইহা বিবেচিত হইবে না।

২২.৩ খেলা চলাকালীন সময়ে আম্পায়ার/রেফারী কর্তৃক প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যাইবে না।

ধারা-২৩

ক্রীড়াপঞ্জী ঃ

প্রত্যেক বৎসরের ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কে ক্রীড়াপঞ্জীকাল ধরা হইবে।

ধারা-২৪

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন ও অংশগ্রহণ ঃ

২৪.১ বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন এটিটিইউ ও সাফ টিটিএ'র অনুমোদন সাপেক্ষে এশিয়ান টেবিল টেনিস ও সাফ টেবিল টেনিস এবং বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবে।

২৪.২ বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা, এশিয়ান টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা, সাফ গেমস ও বিভিন্ন আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিবে।

ধারা-২৫

২৫.১ এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হইবে।

২৫.২ অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হইবে না।